গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/১৩৭

তারিখঃ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ / ১৮ নভেম্বর, ২০০১

বিষয়ঃ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারী কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিগত ১৬ মে, ১৯৭৮ তারিখে নং-৩/১/৭৮-বিধি এবং ২১শে এপ্রিল, ১৯৯০/২৭শে বৈশাখ, ১৩৯৭ তারিখে নং মপবি-৩/১/৯০-বিধি/২৯০ মূলে জারীকৃত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারী কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক সরকার নিম্নরূপ নতুন নির্দেশাবলী জারী করছে ঃ

মন্ত্রীগণের রাষ্ট্রাচার (Protocol) ঃ

বিদেশ ভ্রমণ ঃ

সরকারী কাজে বিদেশে সফরকালীন সময় মন্ত্রীগণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও দেশে প্রত্যাগমনের স্থানে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, সচিব কর্মস্থলে না থাকলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।

দেশের অভ্যন্তরে সফরঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরে সরকারী কাজে সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাগমনের সময় সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্মসচিব তাঁর আগমন ও প্রস্থানের স্থানে উপস্থিত থাকবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রী ইচ্ছা পোষণ করলে সংশ্লিষ্ট সচিব উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৩) জেলা সদরে উপস্থিত থাকার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা পুলিশ সুপারের নিজের সরকারী সফর বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এরূপক্ষেত্রে জেলা সদরের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

জেলা প্রশাসক পূর্বেই নিজের সফরসূচী জারী করে থাকলে মন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার পরই মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হবেন যে জেলা প্রশাসকের সদরে থাকা আবশ্যক কি না। মন্ত্রী এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তাঁর সফরসূচী বাতিল করবেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(৪) মন্ত্রী উপজেলা সদর অথবা উপজেলার যে কোন স্থানে সফরকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন। আবশ্যক না হলে জেলা প্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপারের এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

(৫) মন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় আবশ্যক না হলে বিমান বন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত না থাকলে সহকারী কমিশনার সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

(৬) মন্ত্রীগণের আগমন ও প্রস্থানের সময় বিভাগীয় কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিআইজি)এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় কমিশনার সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকলে মন্ত্রীর আগমনের পর তিনি তাঁর সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করতে পারেন।

(৭) মন্ত্রীগণের সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

(৮) দেশের অভ্যন্তরে মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন সময়ে রেলওয়ে পুলিশ নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে ঃ

(ক) মন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন পরিদর্শক/উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) রেলযোগে চট্টগ্রামে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সুপার উপস্থিত থাকবেন।

<u>প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের রীতাচার ঃ</u>

<u>বিদেশ ভ্রমণ ঃ</u>

সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমনকালীন প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও দেশে ফিরে আসার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব অথবা একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি বাংলাদেশ ত্যাগ ও ফিরে আসার স্থানে উপস্থিত থাকিবেন।

<u>দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ ঃ</u>

(২) দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকালীন প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণ বিশেষ কোন কারণে প্রয়োজন অনুভব করলে তাঁদের ঢাকা ত্যাগ ও ফিরে আসার সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের কোন কর্মকর্তাকে ঢাকা ত্যাগ ও ফিরে আসার স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৩) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(৪) উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও একজন সহকারী পুলিশ সুপার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৫) প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের সফর সূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

(৬) দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন সময়ে রেলওয়ে পুলিশ নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে ঃ

(ক) প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) চট্টগ্রামে রেলযোগে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

<u>সাধারণ নির্দেশাবলী ঃ</u>

(৭) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের সফরসূচী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরন করতে হবে। সফরসূচীতে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(৮) সফরসূচী প্রণয়নের সময় সফরটি সরকারী, না ব্যক্তিগত তা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণ অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করবেন। সরকারী সফরের সময় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রীগণের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তিগত সফরের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে প্রচলিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(৯) একান্ত ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সফরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বাভাবিক সরকারী কাজ কর্মের অঙ্গ হিসাবে একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকান্ড, জনসভা ইত্যাদিতে যোগদান করতে পারেন। তবে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে জনসভায় ভাষণ দান ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় যোগদান ব্যক্তিগত ভ্রমণ হিসেবে গণ্য হবে।

(ডঃ আকবর আলি খান)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব